প্রথম আলো

তারিখ ... 14 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6 ...

চার লাখ শিক্ষার্থীর ওপর ১০ শতাংশ করের বোঝা

শরিফুজ্জামান ●

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে ১০ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আরোপের প্রস্তাব করায় এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর পড়ার খরচ (টিউশন ফি) বেড়ে যাবে। প্রতিষ্ঠানের ওপর এই মূসক বা ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হলেও শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ওপরই এই করের বোঝা পড়বে।

একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা বা মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নতুন অর্থবছরের বাজেটে টিউশন ফির ওপর আরোপিত এ মূসক তাঁরা শিক্ষার্থীর কাছ থেকেই আদায় করবেন। বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির পক্ষ থেকেও ইতিমধ্যে এ কথা জানানো হয়। এ জন্য সমিতি প্রস্তাবিত এই মূসক প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

প্রায় ১৬০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এখন মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় চার লাখ। এর মধ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি পড়ছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ ছাড়া বাকিরা মানসম্মত উচ্চশিক্ষা না দিতে পারলেও স্বস্তির জায়গা হচ্ছে—দেশে পড়াশোনা করায় বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে এবং সময়মতো স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

বেসরকারি উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানভেদে স্নাতক বা এমবিবিএস ডিগ্রি শেষ করতে ৩ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত টিউশন ফি নেয়। এই টাকার ওপর ১০ শতাংশ মূসক আরোপ হলে উচ্চশিক্ষার খরচ বাড়বে বলে শিক্ষা-সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। সে ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তিন লাখ টাকা টিউশন ফির জন্য ৩০ হাজার টাকা এবং ২০ লাখ টাকা টিউশন ফির জন্য দুই লাখ টাকা পর্যন্ত মূসক হিসেবে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত দিতে হবে, যা বিদ্যমান উচ্চ হারের টিউশন ফির বোঝা আরও বাড়াবে।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে ১৫ শতাংশ আয়কর দিতে হয়। এ ছাড়া বাড়ি ভাড়ার ওপরও ৯ শতাংশ কর দিতে হয়। এর সঙ্গে নতুন অর্থবছরের বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী ১০ শতাংশ মূসক আরোপের প্রস্তাব করেছেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে সাড়ে ৭

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

১০ শতাংশ করের বোঝা

শেষ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ মূসক প্রযোজ্য আছে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর কোনো মূসক নেই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জাতীয় বাজেটে বিষয়টি প্রস্তাব করা হয়েছে। এ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান অবশ্য এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী, এটাকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়ে আর্থসামাজিক মানদণ্ডে সামঞ্জস্যপূর্ণ টিউশন ফি নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বাজার চাহিদা সৃষ্টি করে যে যার সুবিধামতো টিউশন ফি নিচ্ছে।

আইনে আরও বলা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিলের অর্থ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয় ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে না। যদিও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাত দেখিয়ে অর্থ তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এসব বিষয় নজর দিচ্ছে না।

উচ্চশিক্ষা-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চশিক্ষায় উচ্চবিত্তের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরা আসছেন। এখন রাজধানী থেকে জেলা শহর পর্যন্ত বেসরকারি উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সব্বার ওপরই মূসকের এই চাপ পড়বে।

জানতে চাইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সাবেক সহসভাপতি ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার *প্রথম আলোকে* বলেন, টিউশন ফির ওপর ভ্যাট অবশ্যই শিক্ষার্থীকে দিতে হবে। জনস্বার্থে এটা আরোপ করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান তিনি।

এর আগে ২০১০ সালে অর্থমন্ত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সাড়ে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করেন। তখন এ নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দিলে সরকার সেটি বাতিল করে দেয়।

বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেন সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্যোক্তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। তাই ভ্যাট আরোপ যুক্তিযুক্ত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সূত্র মতে, দেশে এখন ৮৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৭০। তবে বেসরকারি পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা চার-পাঁচটি। এ ধরনের বেশির ভাগ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ন্যূনতম মান বজায় না রেখে সনদ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক এ এস এম বদরুদ্দোজা *প্রথম আলোকে* বলেন, বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষায় এমনিতেই নানা অসংগতি ও বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। অনেক মেডিকেল কলেজের আসন ফাঁকা থাকছে। এর ওপর ১০ শতাংশ মূসক নতুন সংকট তৈরি করবে।

ছাত্র ইউনিয়ন এই ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে ১৫ জুন সভা ও প্রচারপত্র বিলি কর্মসূচি পালন করবে। ১৭-১৮ জুন ধানমন্ডি ও বনানীতে প্রতিবাদী মানববন্ধনের পাশাপাশি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনেরও ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল শনিবার ছাত্র ইউনিয়নের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ অয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।